কুষ্টিয়ার এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

কুষ্টিয়ার এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে চিত্রাঙ্কন, রচনা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে উৎসবমুখর পরিবেশে এ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এডুকেয়ার আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মোঃ মোজাম্মেল হক রাসেল। পুরস্কার বিতরণ করেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মোঃ সোহেল রানা মানিক এবং অধ্যক্ষ দিলরুবা পারভীন।

এ সময় বক্তারা বলেন, পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মানসিক ও নৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তারা শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে আরও বেশি সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মোঃ মোজাম্মেল হক রাসেল বলেন, এ ধরনের আয়োজন শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ ও চিন্তাশক্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তিনি আরও বলেন, “এডুকেয়ার সবসময়ই একটি প্রগতিশীল ও আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করে, যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি, আলোকিত মানুষই গড়ে তুলতে পারে গর্বিত আগামী।”

এ সময় প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে চিত্রাঙ্কন, রচনা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে সেরা পারফর্মারদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

আয়োজকরা জানান, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশ, প্রতিভা অনুসন্ধান এবং সহশিক্ষা কার্যক্রমে আগ্রহ বাড়াতে এ ধরনের আয়োজন নিয়মিত করা হয়।

কুষ্টিয়ায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ২০

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। গুরুতর আহত কয়েকজনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার সকালে সদর উপজেলার উজানগ্রাম ও গজনবীপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সংঘর্ষের সময় কমপক্ষে ৩০টি বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার উজানগ্রাম ও গজনবীপুরসহ ছয়টি গ্রাম মিলিয়ে দুটি গোষ্ঠী রয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে প্রথমে গজনবীপুর এলাকায় সংঘর্ষ হয়। পর সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে উজানগ্রাম এলাকায়। এতে দুই পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হন। এ সময় দুই গ্রামের কমপক্ষে ৩০টি বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদ রানা জানান, এলাকায় গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বে সংঘর্ষ হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে উভয় পক্ষের কেউ এখনো থানায় মামলা করেনি। মামলা করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কুষ্টিয়ায় আটক ২১ জামায়াত কর্মী-সমর্থককে আদালতে প্রেরণ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে শিশুদের খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনায় আটক জামায়াতে ইসলামীর ২১ জন কর্মী-সমর্থককে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

শনিবার (১৮ এপ্রিল) দুপুরে মিরপুর থানা হাজত থেকে তাদের আদালতে প্রেরণ করা হয়। মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার আমলা ইউনিয়নের বুরাপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

ওসি শহিদুল ইসলাম জানান, আটক ২১ জনকে শনিবার দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার মিরপুর উপজেলার বুরাপাড়া গ্রামে দুই শিশুর মধ্যে খেলাধুলা নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে এক শিশুর অভিভাবক অপর পক্ষের কাছে জানতে চাইলে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে প্রতিপক্ষরা ওই অভিভাবকের ওপর হামলা চালিয়ে গুরুতর আহত করে। আহত ব্যক্তিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় মামলা হলে ২১ জনকে আটক করে পুলিশ।

কুষ্টিয়ায় পরিবহন শ্রমিকদের

কর্মবিরতি প্রত্যাহার, বাস চলাচল শুরু

কুষ্টিয়ায় দাবি আদায়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকা বাস চলাচল আবার শুরু হয়েছে। শনিবার (১৮ এপ্রিল) দুপুর ১টায় কুষ্টিয়া পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে মালিক ও শ্রমিক নেতাদের মধ্যে বৈঠকে সমঝোতা হওয়ায় স্থানীয় রুটে বাস চলাচল স্বাভাবিক হয়।

সমঝোতার পর কুষ্টিয়া-মেহেরপুর, কুষ্টিয়া-প্রাগপুর, কুষ্টিয়া- রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া-খুলনা-যশোর, কুষ্টিয়া-বরিশাল, কুষ্টিয়া- রাজশাহী, কুষ্টিয়া-পাবনা-সিরাজগঞ্জসহ বিভিন্ন রুটে বাস চলাচল শুরু হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলা বাস, মিনিবাস, কোচ ও মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মাহাবুল আলম জানান, সকাল ১১টায় পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে শ্রমিকদের দাবি উপস্থাপন করা হয়। পরে দুপুর ১টার দিকে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হওয়ায় কর্মবিরতি প্রত্যাহার করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা বাস মিনিবাস মালিক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বলেন, শ্রমিক সংগঠনের নেতারা তাদের দাবির কথা জানান। দাবি পূরণ না হওয়ায় শুক্রবার থেকে সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ ছিল। আজ বৈঠকে সমঝোতা হওয়ায় শ্রমিকরা কাজে যোগ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার ভোর থেকে কুষ্টিয়ার অভ্যন্তরীণ সব রুটে যাত্রীবাহী বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়। বাস-মিনিবাস মালিক গ্রুপের সঙ্গে কুষ্টিয়া-খুলনা-যশোর রুটে মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের বাসও বন্ধ ছিল। গত ১৫ এপ্রিলের মধ্যে দাবি মেনে নেওয়ার আল্টিমেটাম দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়ন না হওয়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু হয়। পরে মালিক সমিতির শ্রমিকরাও এতে একাত্মতা প্রকাশ করে বাস চলাচল বন্ধ রাখেন।

শ্রমিকদের দাবির মধ্যে ছিল পরিবহন সংশ্লিষ্ট মালিকদের মতো শ্রমিকদেরও সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং শ্রমিক সংগঠনের নামে কুষ্টিয়া-খুলনা রুটে একটি বাস চলাচলের অনুমোদন।

কুষ্টিয়ায় দু’পক্ষের সংঘর্ষ: জামায়াত নেতাসহ ২১ জন আটক

কুষ্টিয়ার মিরপুরে শিশুদের খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে এক অভিভাবক গুরুতর আহত হয়েছেন।

এ ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে ২১ জনকে আটক করেছে। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার আমলা ইউনিয়নের বুরাপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা জামায়াতে ইসলামীর কর্মী-সমর্থক বলে জানা গেছে।

এদিকে আটককৃতদের মধ্যে কয়েকজন অভিযোগ করেন, নামাজের সময় তাদেরকে আটক করা হয়েছে এবং তারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার বুরাপাড়া গ্রামে দুই শিশুর মধ্যে খেলাধুলা নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে এক শিশুর অভিভাবক অপর পক্ষের কাছে জানতে চাইলে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে প্রতিপক্ষরা ওই অভিভাবকের ওপর হামলা চালায়। এতে আক্তার হোসেন নামের একজন গুরুতর আহত হন। তার মাথার হাড় ভেঙে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে প্রথমে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

মিরপুর উপজেলা জামায়াতের আমির খন্দকার রেজাউল করিম বলেন, দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ এক পক্ষের মামলার ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই ছাড়াই গণহারে লোকজনকে আটক করেছে। আটককৃতদের মধ্যে একজন রোকন সদস্য রয়েছেন, বাকিরা কর্মী-সমর্থক।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে দুই শিশুর মারামারি থেকে ঘটনাটি বড় আকার ধারণ করে এবং গ্রামে দুই পক্ষের সৃষ্টি হয়। এ সময় একজন গুরুতর আহত হন। এক পক্ষ মামলা দায়ের করেছে, অপর পক্ষ এখনও মামলা দেয়নি।

যে পক্ষ মামলা দিয়েছে, সেই মামলায় ২১ জনকে আটক করা হয়েছে। যাচাই-

বাছাই শেষে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ধর্ম অবমাননার ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়

খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি শেখ জয়নুদ্দীন বলেছেন, ধর্ম অবমাননার ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। দেশে প্রচলিত আইনের মাধ্যমে এর সুষ্ঠু বিচার হওয়া উচিত। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সহিংসতা ঘটেছে, তা মোটেই কাম্য নয়।

রোববার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে খুলনা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি শেখ জয়নুদ্দীন সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ভবিষ্যতে যাতে আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে, সে জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এলাকায় অবস্থান করছে। তিনি আরও বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী পুলিশ নিজ উদ্যোগে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ঘটনার আগে প্রশাসনের কাছে গোয়েন্দা তথ্য থাকা সত্ত্বেও কেন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে দেরি হলো—এমন প্রশ্নের জবাবে অতিরিক্ত ডিআইজি বলেন, তথ্য পাওয়ার পরই পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। তবে এ বিষয়ে পুলিশের ব্যর্থতার দায় তিনি নেননি। এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয়নি, তবে বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কাজ করছে বলে জানান তিনি।

গত শনিবার দুপুরে উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের দারোগার মোড় এলাকায় ‘শামীম বাবার দরবার শরিফ’ নামে পরিচিত স্থাপনাটিতে এই হামলার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় নিহত আব্দুর রহমান ওরফে শামীম (৬৫) ওই দরবার শরিফের প্রধান ছিলেন। হামলায় আরও তিন অনুসারী—মহন আলী, জামিরুন নেছা ও জুবায়ের আহত হয়েছেন। তাঁরা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

ঘটনার পর থেকে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি পুলিশ, বিজিবি, সেনাবাহিনী ও র্যাব সদস্যরা ঘটনাস্থল

পরিদর্শন করেছেন। উপজেলা প্রশাসন, জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় সংসদ সদস্যও ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেছেন।

এদিকে ল ‘পীরের’ আস্তানায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং পীরকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যার ঘটনার পর পুরো এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

অপরদিকে বেলা ১টার দিকে দরবার শরিফের প্রধান শামীমের লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক (আরএমও) হোসেন ইমাম জানান, মরদেহের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এর মধ্যে মাথায় একটি গভীর ক্ষত পাওয়া গেছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

নিহত আব্দুর রহমান ওরফে শামীম (৬৫) পীরের ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ তাঁর গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হচ্ছে। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে পাঁচ শ বিঘার মাঠ এলাকার কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।

জানা যায়, জীবিতাবস্থায় তিনি উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের দারোগার মোড় এলাকায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘শামীম বাবার দরবার শরিফে’ই সমাহিত হতে চেয়েছিলেন। তবে নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক জটিলতায় পরিবার তাঁকে গ্রামের বাড়িতে সমাহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে মাজারে হামলা-অগ্নিসংযোগ, কথিত পীর নিহত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ধর্ম অবমাননার অভিযোগকে কেন্দ্র করে একটি মাজারে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় মাজারের প্রধান কথিত পীর শামীম রেজা জাহাঙ্গীর (৬৫) নিহত হয়েছে।

শনিবার (১১ এপ্রিল) বিকেল তিনটার দিকে দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের দারোগার মোড়ে শামীম বাবার দরবার শরিফে এ ঘটনা ঘটে।

শামীম রেজা ফিলিপনগর গ্রামের মৃত জেছের আলী মাস্টারের ছেলে।

ধর্ম অবমাননার অভিযোগে ২০২১ সালের মে মাসে শামীম রেজার বিরুদ্ধে দৌলতপুর থানায় মামলা হয়। পরে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। দীর্ঘদিন কারাভোগের পর সম্প্রতি মুক্তি পেয়ে শামীম আবারও আস্তানা সক্রিয় করেন। এ নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছিল।
এরই জেরে শনিবার সকাল থেকে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। কিন্তু ক্ষুব্ধ জনতা আস্তানায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় হামলাকারীরা শামীম রেজাসহ তার অন্তত আট অনুসারীকে পিটিয়ে জখম করে।
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তৌহিদুল হাসান তুহিন জানান, গুরুতর অবস্থায় শামীম রেজাকে হাসপাতালে আনা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকেলে তাঁর মৃত্যু হয়।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান জানান, স্থানীয়দের হামলায় গুরুতর আহত হন কথিত পীর শামীম রেজা।

পরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা সাড়ে ৪টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শামীম রেজা রাজধানীতে মাস্টার্স শেষ করে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। পরে এলাকায় ফিরে আস্তানা গড়ে সেখানে ধর্মীয় কার্যক্রম শুরু করেন।

কুষ্টিয়ায় নবীন বরণ, বিদায় ও কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ায় নবীন বরণ, বিদায় ও কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান-২০২৬ জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার

সকালে কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে কুষ্টিয়া ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এবং কুষ্টিয়া হাজী আবুল হোসেন ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির আয়োজনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী মো. রহুল আমিন।

কুষ্টিয়া ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া হাজী আবুল হোসেন ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যক্ষ বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর মো. শফিকুর রহমান, রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন প্রফেসর মো. আখতার হোসেন, কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান খন্দকার আনোয়ারুল হক এবং চিফ ইনস্ট্রাক্টর মো. জাহাঙ্গীর আলম।

অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ভাইস প্রিন্সিপাল মো. রাশেদুল হাসান সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন এবং বিভাগীয় প্রধান মনোরুবা রহমানের সঞ্চালনায় সহযোগিতা করেন শামজ্জুমান সজীব, সোহেলী আক্তার, তাম্মী নেওয়াজ, অপু সেন, রুমি খাতুন, আফসানা হাবিব, এনামুল হক, জাহিদুজ্জামানসহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা শিক্ষার্থীদের মনোযোগী হয়ে পড়াশোনা করার পাশাপাশি নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন, জীবনের প্রতিটি নতুন অধ্যায় নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসার মূল লক্ষ্য শুধু ভালো ফলাফল অর্জন নয়; বরং একজন দায়িত্বশীল, নৈতিক ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠাও গুরুত্বপূর্ণ।

বক্তারা আরও বলেন, প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত জ্ঞান অর্জন, দ্বিতীয় লক্ষ্য সৃজনশীল চিন্তা এবং তৃতীয় লক্ষ্য মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হওয়া। বর্তমান যুগে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার বিকল্প নেই দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ, বিদায়ী শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা এবং কৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত পরিবেশে সম্পন্ন হয় এবং এতে শিক্ষক-

শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ৫ তলা থেকে পড়ে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু, মামলা দায়ের

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় নির্মাণাধীন একটি ভবনের ৫ তলা থেকে পড়ে রুবেল (৩০) নামের এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

গত বুধবার দুপুরে হালিমা বেগম একাডেমির সামনে রথপাড়া এলাকায় গোলাম রহমান খানের নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রুবেল মিরপুর উপজেলার চিথলিয়া ইউনিয়নের মজলিসপুর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক আলীর ছেলে।

ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। একই সঙ্গে নির্মাণকাজে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। তাদের দাবি, ভবন নির্মাণে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কঠোর নজরদারি জরুরি, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াই কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত ছাদ থেকে নিচে পড়ে যান রুবেল। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। তিনি রাজমিস্ত্রীর সহকারী (হেলপার) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

এ বিষয়ে ভেড়ামারা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাহেদুর রহমান জানান, নিহতের মামা শাহাজাহান আলী বাদী হয়ে ভেড়ামারা থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেছেন। মামলা নম্বর-১৮। তিনি আরও জানান, ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ৩১ কোটি টাকার মাদক ধ্বংস

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর উদ্যোগে প্রায় ৩১ কোটি ৩৪ লাখ টাকার বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য ধ্বংস করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন সদরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব মাদক ধ্বংস করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহমুদুল হাসান। তিনি বলেন, মাদকমুক্ত দেশ গঠনে বিজিবি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। জিরো টলারেন্স নীতি মেনে প্রতিটি সদস্য সীমান্তে দিন-রাত মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি মাদক মোকাবিলায় সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কুষ্টিয়া সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন। এরপর প্রধান অতিথি মাদকদ্রব্য ধ্বংস কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের ১৫ মার্চ পর্যন্ত কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১১৪ কোটি ৮০ লাখ টাকারও বেশি মূল্যের চোরাচালান পণ্য জব্দ করা হয়। এর মধ্যে মালিকবিহীন অবস্থায় উদ্ধার হওয়া ৩১ কোটি ৩৪ লাখ ৯৭ হাজার ৯৯৫ টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য ধ্বংস করা হয়েছে।

ধ্বংসকৃত মাদকের মধ্যে রয়েছে ২৬ কেজি হেরোইন, ৬ কেজি কোকেন, ৬৭ হাজার ৪৯৬ পিস ইয়াবা, ৭,৭৮৭ বোতল ফেনসিডিল, ৪,৪৩২ বোতল বিদেশি মদ, ৫৫০ কেজি গাঁজা এবং বিপুল পরিমাণ ভায়াগ্রা ও সিলডেনাফিল ট্যাবলেট। এছাড়াও ৩০ বোতল এলএসডি এবং ভারতীয় ইনজেকশন ও বিড়ি

ধ্বংস করা হয়।

অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)-এর অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. রাশেদ কামাল রনি, কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ বেসামরিক প্রশাসনের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিজিবি জানিয়েছে, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং মাদকের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিতেই নিয়মিত বিরতিতে এ ধরনের ধ্বংস কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।